Subject ⇒ Political Science
Semester ⇒ II
Course ⇒ Indian Government and Politics
Code ⇒ POL-G-CC-T-2 (Programme)
Teachers name ⇒ Subrata Adhikary

৩. ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি লেখ। [Marks ⇒ 10]

উত্তর:- ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির এক মহামিলন ক্ষেত্র, অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কাজ মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিচার করে আলোচনা, ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ মানুষের বিবেকের বিষয়, সুতরাং রাজনীতি থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা ~~উচিত~~ উচিত, আমাদের সংবিধান রচয়িতারা এই নীতিকে বাস্তবায়িত করেছে, এছাড়া স্বাধীনতার সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে ভারতের কাছে একমাত্র বিকল্প ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র:- রাধাকৃষ্ণান এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্র এক্ষেত্রে অধার্মিক নয়, রাষ্ট্র তবে এক্ষেত্রে সকল ধর্মের প্রতি সমান দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় যা ব্যক্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করবে, যা ধর্মনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে সমানাধিকার দেয় এবং যা রাষ্ট্রবিশ্বাসনিরপেক্ষভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় কিংবা কোনো বিশেষ ধর্মকে উন্নত

করা বা তাতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে না, এককথায় বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই (ইংল্যান্ড, চীন, আমেরিকা, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান) নিজস্ব একটি ধর্ম আছে এবং সংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সরকারিভাবে কোনো ধর্ম স্বীকৃতি দেয়নি।

এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য ২৫-২৮ নং ধারায় উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ করা খুব প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ করা না থাকলেও 1976 সালে 42 তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা এই নীতি সংবিধানের প্রস্তাবনায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃতি :-

① **২৫ নং ধারা :-** ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জনশৃঙ্খলার নীতি বা জনস্বাস্থ্য নীতি পালনের সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ি ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রমনকি রাশিয়াতে ও চীনের সংবিধানে সংরক্ষিত করা হয়েছে। পরন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধর্মপ্রবণতা ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের ধর্ম, উপাসনা, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত করে দিয়ে বিশ্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

(2) 26 নং ধারা :- সংবিধানের পরবর্তি 26 নং অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে নিজেদের ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজেদের কার্যাবলি নিজেরাই তত্ত্বাবধানের অধিকারি, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও অর্জনের অধিকার প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের থাকবে, আইন অনুযায়ি এই সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে,

(3) 27 নং ধারা :- ধর্মাবিভেদে রাষ্ট্র যাতে নিরপেক্ষ থাকে বা এক ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর অপর এক ধরনের ধর্মসম্প্রদায় বলপূর্বক আপন মতামত ও বিশ্বাস যাতে চাপিয়ে দিতে না পারে তার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে 27 নং ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের পোষণ ও প্রচারের জন্য কর প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না, এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, রাষ্ট্র যদি কারো পরিবর্তে ফি (Fee) ধার্য করে তবে তাকে সংবিধান বিরোধী বলা যাবে না, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ি রাষ্ট্র তীর্থযাত্রীদের ওপর কর ধার্য করতে পারে কিন্তু তীর্থযাত্রীদের কর থেকে রাষ্ট্র তীর্থযাত্রীদের ধর্মের জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করতে পারে না, রাষ্ট্র এই অনুচ্ছেদের দ্বারা ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো মন্দির বা ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য অর্থ ব্যয় করা থেকে নিবৃত্ত হয়।

(4) 28 নং ধারা :- এই অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না, এই ধারা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ট্রাস্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ট্রাস্টে যদি ধর্মীয় শিক্ষার কথা উল্লিখিত থাকে তাহলে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে, এই ধারার আর একটি অনুশাসন বলা হয়েছে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়

দ্বারা পরিচালিত কোনো বিদ্যালয়ে যদি ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়টি সরকারী স্বীকৃতি এবং সরকারী সাহায্য পায় তবে সেখানে যারা পড়বে সেখানে যারা পড়বে সেখানে তাঁদের নিজেদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দিতে বা গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না।

ধর্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা :- ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সাথে রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে সমাজসংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করতে পারে, ধর্মের নামে [redacted] যদি নরবলি, সতিদাহ প্রভৃতি সামাজিক কু-প্রথা অনুষ্ঠিত হতে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজনীয় নয়, কাম্যও বটে। সামাজিক প্রগতির জন্য ধর্মীয় কুপ্রথাকে বর্জন করা একান্ত কাম্য। আবার 26 নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ধর্মীয় অঙ্গসংস্থার সম্পত্তি অর্জন ও পরিচালনার দায়িত্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের থাকলেও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে। আবার 25 নং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় উপাসনা ও প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার মানে এই নয় যে তারা যা খুশি তাই করবে। কোনোক্ষেত্রে যদি জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করা হয় তবে তা অপরাধমূলক কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হবে। উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণবিধিগুলি তারতম্যে আছে যা ভারতীয় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উপর বাধ্যবাধকতা নিয়েছে।

Scanned with CamScanner

মূল্যায়ন ঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কার্যকলাপ মোটেই সন্তুষ্টজনক
মুক্ত চোখে সংবিধান রচয়িতারা শ্রেষ্ঠ ছবি অঙ্কন
করতে ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা
পরবর্তীকালে ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে, কিন্তু বাস্তবে সব
ক্ষেত্রে আশা সমান দৃষ্টি দিতে গিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা
চরিত্র অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ধর্মকে ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক
রাজনীতি ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্রকে কলঙ্কিত
করেছে, ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য
দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ
হওয়া প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner